بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৩ এপ্রিল ২০২১

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর বাসভূমি কাদিয়ানের সাথে প্রথম ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ভারত

১০ এপ্রিল ২০২১ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) ভারতের ন্যাশনাল মজলিস-এ-আমেলার (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ) সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

এই প্রথমবারের মত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর বাসভূমি কাদিয়ানের কোনো প্রতিনিধিদলের সাথে হুযূর আকদাসের ভার্চুয়াল অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হল।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলার সদস্যগণ ভারতের (পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার) কাদিয়ানে অবস্থিত পবিত্র কুরআন প্রদর্শনী হল থেকে অনলাইন সভায় যোগদান করেন।

৬৫ মিনিটের এই সভায়, উপস্থিত সকলেই হুযূর আকদাসের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ লাভ করেন আর ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সদস্যগণ নিজ নিজ বিভাগের রিপোর্ট পেশ করার এবং বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা লাভের সুযোগ পান।

হুযূর আকদাস কার্যকর রিপোর্টিং-এর ওপর জোর দেন এবং বলেন যে, প্রত্যেক স্থানীয় মজলিস থেকে নিয়মিতভাবে রিপোর্ট আসা উচিত; যেন তাদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা তৈরি হয়, আর এ রিপোর্টের ভিত্তিতে তাদেরকে যথাযথ ফিডব্যাক (উত্তর) প্রদান করা উচিত।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যদের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তরবিয়ত বিভাগের গুরুত্ব সম্পর্কে হুযূর আকদাস অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আপনাদের তরবিয়ত কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর যদি আপনারা একে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেন তবে অনেক সমস্যার আপনা-আপনি সমাধান হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, ছোট ছোট ঝগড়া বিবাদ যা সময়ে সময়ে মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয়, সেগুলো আর সংঘটিত হবে না। আরও স্মরণ রাখবেন যে, ভারত একটি অনেক বড় দেশ এবং প্রত্যেক এলাকার মানুষের তাদের নিজস্ব জীবনধারা ও সমস্যা রয়েছে। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। ... সুতরাং প্রত্যেক এলাকার মানুষের সাথে তাদের পরিস্থিতি এবং চাহিদা অনুসারে আপনাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"দেশের একেকটি এলাকায় যেসকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দুর্বলতা বিদ্যমান, যেগুলো নির্মূল করা অথবা যে-বিষয়গুলোর উন্নতি করা প্রয়োজন, সেগুলো আপনাকে চিহ্নিত করতে হবে। স্থানীয় পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে একটি পরিকল্পনা থাকতে হবে। একটি মৌলিক সামগ্রিক তরবিয়ত কর্মসূচি থাকবে, তবে এর পাশাপাশি, ঐসকল নির্দিষ্ট এলাকার মানুষের পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে তাদের মত করে স্থানীয় কর্মসূচিও প্রণয়ন করতে হবে। যদি খোদ্দামুল আহমদীয়া এভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়, তবে আমাদের যুবকদের পরবর্তী প্রজন্ম যথাযথভাবে নিরাপদ থাকবে।"

মোহতামীম (ন্যাশনাল সেক্রেটারি) তরবিয়তকে সম্বোধনকালে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"ধর্মকে সমুদয় পার্থিব বিষয়াদির ওপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকারটিকে একটি মূলমন্ত্রে পরিণত করা উচিত। আর স্মরণ রাখবেন, কারো পক্ষে কেবল তখনই নিজ ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব যখন তিনি সেই ধর্মের শিক্ষাকে ভালভাবে জানবেন এবং অনুধাবন করবেন। ... কাজের কেবল গতানুগতিক পদ্ধতির ওপর নির্ভর করবেন না: অভিনব কর্মপদ্ধতি গড়ে তুলুন। আপনারা তরুণ মনের অধিকারী, আর তাই আপনাদের উর্বর মস্তিষ্কগুলোকে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগানো উচিত।"

রিশতানাতা, অর্থাৎ খোদ্দাম সদস্যদের উপযুক্ত বিবাহের জোড়া নিশ্চিত করার দায়িত্বে নিযুক্ত আমেলা সদস্যকে উদ্দেশ্য করে কথা বলতে গিয়ে হুযূর আকদাস বলেন যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী বিয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে খোদ্দাম সদস্যদের অবহিত করতে হবে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"রিশতানাতা বিভাগের, এবং সেই সাথে তরবিয়ত বিভাগের, দায়িত্ব এই যে, তারা যেন বিয়ের সময় ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়ে খোদ্দাম সদস্যদের পথ প্রদর্শন করে। তারা যেন (প্রস্তাবিত কনের) ধার্মিকতার মান দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, আর এর পাশাপাশি তারা যেন নিজেদের ধার্মিকতার মানকে উন্নীত করতে সচেষ্ট থাকে। খোদ্দাম সদস্যদের দুনিয়াদারির পেছনে ছোটা উচিত না, আর যৌতুক বা অর্থ-সম্পদ দাবি করা উচিত না। বরং, তাদের দেখা উচিত মেয়েটি ধার্মিক কিনা এবং এটি তখনই সম্ভব যখন খোদ্দাম সদস্যগণ স্বয়ং ধর্মকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দান করবেন।"

হুযূর আকদাস নবদীক্ষিতদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত মোহতামীম তরবিয়ত নও মুবাঈনকে পরামর্শ দেন যেন বয়আতকারীদের ভিন্ন-ভিন্ন পটভূমি বিবেচনা করে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং প্রত্যেক নতুন বয়আতকারীর সাথে যেন এক ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পুরো সভা জুড়ে হুযূর আকদাস এ বিষয়ের উপর জোর দেন যে, কর্মসূচি বা অনুষ্ঠানই হোক না কেন, সেগুলোর যথাযথ ফিডব্যাক (অনুষ্ঠান/কর্মসুচী শেষে এর কারযকারিতা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামত) গ্রহণ করা উচিত, যেন অংশগ্রহণকারীদের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ, হুযূর আকদাস বলেন যে, যদি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার পত্রপত্রিকায় বা অন্য কোথাও বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়, তবে সেগুলোর প্রভাব এবং কল্যাণ সম্পর্কে জানার জন্য একটি কার্যকর (পাঠক) মূল্যায়ন প্রক্রিয়া থাকা উচিত।

ধর্মীয় শিক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত মোহতামীম তালিম-এর সাথে কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ছোট ছোট মজলিসগুলোর ধর্মীয় প্রশিক্ষণের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি প্রয়োজন। সুতরাং, এ বিষয়ে আরো বেশি মনোযোগ দিতে হবে। শহরভিত্তিক মজলিসসমূহের নিজস্ব কিছু সমস্যা রয়েছে, আর তাই তাদের ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং সেখানকার প্রশিক্ষণ-পদ্ধতির বিষয়ে তাদের ভিন্ন কিছু কর্মসূচির প্রয়োজন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"কোন কোন এলাকায় এমন মানুষ রয়েছেন যারা অন্যদের চেয়ে অধিক শিক্ষিত, আবার অন্যান্য এলাকায় এমন রয়েছেন যারা শিক্ষিত নন। কিছু মানুষ মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বই পড়ে এর অর্থ অনুধাবন করতে পারেন না, কেননা এগুলো পড়া সহজ নয়। এমনকি যেখানে তুলনামূলক সহজ উর্দুও ব্যবহৃত হয়েছে, এমন কিছু ভাষারীতি বা শব্দ-সম্ভার ব্যবহৃত হয়েছে যা বুঝা কঠিন। সুতরাং, বই পড়ে কারও বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন থেকে যায়। অডিও বুক-ও ব্যবহার করা উচিত। আপনাদের শতভাগ খোদ্দামকে সম্পৃক্ত করার এবং শিক্ষিত করে তোলার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।"

আতফালুল আহমদীয়া অর্থাৎ ৭-১৫ বছর বয়সী বালকদের সংগঠনের দায়িত্বে নিয়োজিত মোহতামীম-এর উদ্দেশে কথা বলার সময় হুযূর আকদাস তাদের দায়িত্ব ও ভূমিকার গুরুত্বের উপর জোর দেন।

মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আপনাকে অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে আতফালের কর্মকাণ্ডে কতজন তিফল (বালক) সম্পৃক্ত আছে। আমাদের শিশুদের পথ প্রদর্শন এবং যত্ন নেয়ার যে কাজটি আমাদের উপর ন্যস্ত, তা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তারকারী একটি দায়িত্ব। যদি আমরা যথাযথভাবে আমাদের শিশুদের দেখাশোনা করতে পারি, তাহলে

ভবিষ্যতে তারা খোদ্দামুল আহমদীয়া তথা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সক্রিয় সদস্য এ পরিণত হবে। সুতরাং আতফালুল আহমদীয়ার তত্ত্বাবধান এক বিশাল দায়িত্ব। একে সাধারণ কোন কাজ বলে গণ্য করবেন না।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"কেবল কয়েকটি প্রোগ্রামের আয়োজন করেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন না বা আত্মতৃপ্তিতে ভুগবেন না। বরং এগুলোর প্রকৃত ফলাফল বিশ্লেষণ করুন — তাদের ওপর এর কী প্রভাব হয়েছে এবং কতজন অংশগ্রহণ করেছে? সততার সাথে আপনাদের ঘাটতিগুলো পর্যালোচনা করুন এবং সেই সকল দুর্বলতা ভবিষ্যতে এড়ানোর জন্য আপনাদের কর্মপরিকল্পনায় কী কী পরিবর্তন প্রয়োজন তা মূল্যায়ন করুন। আতফালুল আহমদীয়ার দেখাশোনা করাটি একটি বিশাল দায়িত্ব। এর প্রতি আপনাদের অনেক বেশি যত্নবান হওয়া উচিত।"